"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে, মন - বাণী এবং কর্মে তোমরা কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারো না"

*প্রশ্নঃ - কল্প - কল্প যে বাচ্চারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তারা পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য শ্রীমতে চলতে শুরু করবে । বাবার যে প্রথম নির্দেশ, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হও, এই নির্দেশে তারা সম্পূর্ণ চলবে । কখনোই তাদের মনে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হবে না যে, এই দুনিয়া তাহলে কীভাবে চলবে? তাদের নিজেদের মধ্যে কখনোই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হবে না । তারা নিজেদের শিব বাবার পৌত্র, ব্রহ্মা বাবার সন্তান, ভাই - বোন মনে করে চলবে ।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন কারোর মহিমা করবে না । ভক্তরা মহিমা করে, এই গীত ভক্তি মার্গের যারা, তারা মাম্মার মহিমা করতে গেয়েছে, কিন্তু বেচারারা এই কথা জানে না যে, মাম্মা কি সেবা করেছেন ! যা হয়ে গেছে, তাঁর সেই মহিমাই গেয়ে থাকে । বাস্তবে কিন্তু মহিমা একজনেরই করা হয়। সেই এক বসে বাচ্চাদের পড়ান আর এমন তৈরী করেন । তোমরাও তাঁর সন্তান যারা এই ভারত বা বিশ্বের সেবা করো । ভারতেরই মহিমা করা হয়। চিত্রও ভারতেই আছে । এখানে জগদম্বার পূজাও অনেক হয়। ভারতের বাইরে হয় না । কোথায় না কোথায় শিবের চিত্র আছে কিন্তু ওরা তার অর্থ বুঝতে পারে না । বাস্তবে মহিমা হলো শিবের । যে শিব বাবা আবার জগদম্বা আর জগৎ পিতার মহিমা করিয়ে থাকেন। বাবার থেকেই সবাই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে । দিলওয়াড়া মন্দিরে সকলের চিত্র নেই । বাচ্চারা তো অনেক । তোমরা সকল বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো । চিত্র তো অল্প কয়েকজনেরই বের হবে ।

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । শিব বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন । পূর্ব কল্পেও এমনভাবে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । এখন তা প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিতে বসছে । অন্যে যখন শোনে তখন কেউ কেউ বলে যে, সম্পূর্ণ ঠিক কথা, কেউ আবার বলে, আমরা কিভাবে মানবো । সবাই একরকম নয়, যখন নতুন কেউ আসে তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় - গড ফাদারের নাম কখনো শুনেছো ? কখনো ভগবানের নাম শুনেছো ? এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে, আমরা গড ফাদারকে স্মরণ করি না, কেননা এখন সবাই দুঃখী, তাই তারা পরমাত্মাকে অবশ্যই স্মরণ করে । সত্যযুগে এমন কেউ বলবে না যে, পতিত পাবন এসো । দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ স্মরণ করে না । দুঃখে কাকে স্মরণ করে ? একের স্মরণ করে । যদিও স্মরণ করে কিন্তু জানে না যে, তারা কেবল মহিমা করে ।

এখানে তো হলো সমস্ত ধর্মের কথা । এমন গায়ন আছে যে, ধর্মই হলো শক্তি । কোন্ ধর্মে এতো শক্তি আছে ? সমস্ত ধর্মে তো আর এতো শক্তি নেই । বাবা এসে এক দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন । বাবাকে বলা হয় অলমাইটি । তাই যারা ধর্ম স্থাপন করেন তাদের মধ্যে মাইট বা শক্তি থাকে । তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা ধর্মের তৈরী হই তাই আমাদের মধ্যে কতো শক্তি আসে । আমরা বাবার কাছ থেকে রাজত্ব লাভ করি । আমরা কোনো হিংসা করি না । সত্যযুগে দুই হিংসাই হয় না । এক তো কাম কাটারির হিংসা, দ্বিতীয় কারোর উপর ক্রোধ করা, কোনো মন্দ কথা বলা, এও বাণ চালানো হলো । একে ভায়োলেন্স বলা হয়। তোমরা কাউকেই দুঃখ দিতে পারো না । বাবা কতো ভালোকিছু শেখান । সবাইকে সুখী করো । মুখ্য বিষয় হলো - কাম কাটারি চালানো - এ হলো সবথেকে বড় হিংসা । বন্দুক ইত্যাদি চালানো, মারধোর করা - এও হিংসা । যে কোনো প্রকারে কাউকে দুঃখ দেওয়াও হিংসা, তাই বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু । গায়নও হয় - অহিংসা পরম দেবী - দেবতা ধর্ম । তাঁদের মধ্যে দুই ধরণের হিংসা ছিলো না । তাঁরা কখনোই কাউকে মন - বাণী এবং কর্মে দুঃখ দিতেন না । বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন । পূর্ব কল্পেও করেছিলেন, আবার এখন করছেন । কাউকে মারপিট করা, ক্রোধ করা - তিনি এই সবকিছুর থেকেই মুক্ত করে দেন । মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার, তাই রাখী বন্ধনের মহিমা করা হয় । বোনেরা বসে ভাইকে রাখী বাঁধে যে, কাম কাটারি চালিও না, কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না । তোমরা হলে ব্রহ্মার বাচ্চা, শিবের পৌত্র । তাহলে তোমরা ভাই - বোন হয়ে গেলে । তোমরা নিজেদের মধ্যে কখনোই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট করতে পারবে না । এ হলো পবিত্র হওয়ার যুক্তি । ভাই - বোন কখনোই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে না । বাবা তাই বোঝান -- কল্প - কল্প যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে তারাই এই শ্রীমতে চলে । অধর কুমারী, কুমারী কন্যাদের মন্দিরও আছে । যারা

গৃহস্থ জীবন থেকে বের হয়ে বাবার বাচ্চা হয়েছে তাদের অধর কুমারী বলা হয় । অবশ্যই এসব হয়ে গেছে, এখন আবার প্রত্যক্ষভাবে আছে । এমন মনে করো না যে, আমরা পবিত্র হলে এই সৃষ্টি কিভাবে চলবে? এখন এ তো পতিত দুনিয়া হয়ে গেছে । এখন পবিত্র দুনিয়া চাই । পতিত দুনিয়া তো চলতেই থাকে, বন্ধ হয় না । তাই তোমাদের পতিতদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে । বাবা এসে বিকারী দুনিয়ার রচনা বন্ধ করান । সত্যযুগ থেকে নির্বিকারী দুনিয়া শুরু হবে ।

বাবা এসেই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন, তারপর কেউ মানুক বা না মানুক । শ্রীমত ভগবান উবাচঃ । ভগবান বসে বাচ্চাদের পড়ান । তিনি কি বানাবেন? যিনি যেমন, তিনি তেমনই তৈরী করবেন । নিরাকার ভগবান বসে এই শরীরের দ্বারা নিরাকার আত্মাদের পড়ান । ইনি হলেন বাবার লং বুট । বাবার তো শরীর চাই, তাই না । এনার শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । যখন নতুন ছিলো তখন গোরা ছিলো, এখন কালো হয়ে গেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা এই সময় শ্যাম, তারপর সুন্দর হও । এই সময় প্রত্যেকেই শ্যাম হয়ে গিয়েছে । ওদের ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয় । শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সুন্দর ছিলেন । ধীরে ধীরে তাঁর সৌন্দর্য কম হয়ে গিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের চিত্রও আছে যে, নরককে পদাঘাত করছে আর হাতে স্বর্গ । তিনি বলেন - আমি স্বর্গে সুন্দর ছিলাম, আর নরকে শ্যাম হয়ে গেছি, তাই নরককে পদাঘাত করি । সূর্যবংশী ঘরানায় যারা থাকে তারা সকলেই সুন্দর ছিলেন । সমস্ত ডায়নেস্টি রাজত্ব করত । এখন সবাই কালো হয়ে গিয়েছে তাই শ্যাম সুন্দর নাম চলে আসছে । শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই প্রথম জন্মগ্রহণ করে । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ রাজধানীও থাকে । সকলেই আবারও গোরা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে । বলা হয় কালিদহে সর্প দংশন করেছিলো । সেও এখানকারই কথা, মায়া সবাইকেই দংশন করতে থাকে । মায়া সবাইকেই কালো করে দিয়েছে । বাবা আবার গোরা তৈরী করে দেন । স্বর্গে এমন হবে না । ওখানে সবাই ২১ জন্ম সদা সুখী থাকে । অকাল মৃত্যু কখনোই হয় না । এখন তোমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসে সবাইকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন । আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারী রাজ্য ভাগ্য দিতে পারে না । ইব্রাহিম - বুদ্ধ আদি রাজত্ব স্থাপন করেন না । ওরা কেবল ধর্ম স্থাপন করে তারপর সেই ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । তাদের বাস্তবে গুরুও বলা যায় না কারণ গুরু করা হয় সদ্গতি প্রাপ্ত করার জন্য । তারা তো আসেন ধর্ম স্থাপন করতে, নাকি সদ্গতি করাতে ? তাদের পিছনে তাদের ধর্মের আত্মারা নীচে নামতে থাকে । তাই বাস্তবে গুরুও কাউকে বলা যায় না । সবাইকে একমাত্র শিব বাবাই সদ্গতি করান । তাঁর জন্য এমন বলা হয় না যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন, একথা বলা ভুল হয়ে যায় । তিনি অবতরণ করেন । জন্মগ্রহণ করা অর্থাৎ গর্ভে আসা । আমি গর্ভে জন্মগ্রহণ করি না । আমি অবতরিত হই, কিন্তু কিভাবে আসেন, একথা কেউ বুঝতে পারে না । আমি পরমধাম থেকে এসে এই তনে প্রবেশ করি । আমার তো শরীর চাই, তাই না । আর চাই বড় শরীর । ছোটো তন থেকে তো কথা বলতে পারবো না । আমি অনুভাবী রথ, যার অনেক জন্মের অন্তিমে, বাণপ্রস্থ অবস্থাতে আসি । গীতাতেও আছে যে - আমি এর জন্মকে জানি । এ নিজের জন্মকে জানে না । এখন তো জানে । আমি একবার বলে দিই - প্রথমে ইনি দেবতা ছিলেন, ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে যখন অন্তিম জন্মে শরীর ধারণ করেন, তখন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । এ হলো কল্যাণকারী জন্ম । বাবা এসে এনার দ্বারা পড়ান, তাহলে ইনি মাতাও হয়ে গেলেন । বাস্তবে ইনি হলেন মাতা, কিন্তু সার্ভিস পিতার রূপেই করেন, তাই মাম্মাকে নিমিত্ত করা হয়েছে । বাচ্চারা, তোমরাও তার সাথে নিমিত্ত হও । সবাইকে স্বর্গবাসী হওয়ার পথ বলে দাও ।

মানুষের মৃত্যু হলে বলে, স্বর্গবাসী হয়েছে । তারা পুরুষার্থ করে না । আমরা তো স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন, তাঁদের কে স্বর্গের মালিক বানান ? অবশ্যই ছিলো না, তাই বানিয়েছেন । এতে সমস্যার কোনো কথাই নেই । বাবা কেবল রায় দেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হও । এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । সত্যযুগে কখনো রাবণকে জ্বালায় না । মনুষ্য বলে, এই নিয়ম অনাদি কাল ধরে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে চলছে তা জানে না । দ্বাপর থেকে রাবণকে জ্বালানো শুরু করে দিয়েছে । রাবণের কোনো ঠিকানা নেই । শিব বাবার ঠিকানা হলো পরমধাম । রাবণের ধাম কোথায়? সে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করে নেয় । কোনো একটি ঠিকানা নেই । রাবণ রাজ্য যখন সম্পূর্ণ হবে, সকলেই যখন পাবন হয়ে যাবে তখন রাবণের নাম - নিশানাও থাকবে না । রাম আর রাবণ দুই জিনিস । রাম স্বর্গ স্থাপন করেন আর রাবণ দুঃখী বানায় । আমি সর্বব্যাপী নই । রাবণ সর্বব্যাপী, এরপর আমি এসে এই ভূতকে বিতাড়িত করি । এই ভূতই সবাইকে দুঃখ দেয় । আমি এই ভূতকে জয় করিয়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । বাচ্চারা, তোমরা সবাই স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । ওরা মৃত্যুর পরে বলে দেয় যে, স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে আবার কান্নাকাটি করো কেন ? ওখানে তো বৈভবই বৈভব । মানুষের স্বর্গের কথা স্মরণে আসে, কিন্তু পুনর্জন্ম আবার এই নরকেই নেয় । তোমরা যখন সত্যযুগে থাকো, তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হয় । এখন এই নরকের পরিবর্তন হয়ে স্বর্গ আগত । দুঃখের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে সুখের দুনিয়া আগত । এখন সকলের সদ্গতিদাতা এসেছেন

সবাইকে সুখী করার জন্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হরানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ডবল অহিংসক হয়ে মন - বাণী এবং কর্মের দ্বারা কাউকেই দুঃখ দেবে না । পবিত্রতার প্রকৃত রাখী বাঁধতে হবে ।

২) পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার নির্দেশেই চলতে হবে । স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বিকার রূপী ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদানঃ- সকল কর্মের বোঝা বাবার উপরে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

সাহসী বাচ্চাদের বাপদাদা সদাই সাহায্য করেন । বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে আর বাবা হাজির হয়ে যান । কেবল বাবার উপরে সমস্ত কার্য ছেড়ে দাও, তাহলে বাবা জানবে আর কার্য জানবে । কেবল নিজের উপর উত্তর দায়িত্বের বোঝা নিও না । ট্রাস্টি হয়ে থাকো তাহলে সদা হালকা, ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে । হৃদয় যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- উৎসাহ - উদ্দীপনার ডানা যদি সাথে থাকে তাহলে উড়তি কলাতে উড়তে থাকবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book

Title;Bibliography;TOC Heading;